যায়যায়দিন

তারিখ 16 NOV 2012
পৃষ্ঠা ... ৫ ...

শিক্ষকদের আত্মাহুতির হুমকি

সমাধানের দ্রুত ব্যবস্থা নিন

মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে শিক্ষা। বলা হয় শিক্ষায় উন্নত জাতি সবদিক থেকে উন্নত। এ অত্যাবশ্যক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সচেতন জাতি সবসময় সর্বাধিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। জনপ্রতিনিধিত্বশীল রাষ্ট্র জাতিকে শিক্ষার আলোয় সুন্দর নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু যারা আলোকিত জাতি গড়ার মহান দায়িত্বে নিয়োজিত, সেই শিক্ষকরা যদি মানবেতর জীবন করে তাহলে এর মতো দুঃখজনক ঘটনা আর কি হতে পারে! গতকাল যায়যায়দিনে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানা যায়, এমপিওভুক্তির দাবিতে বেসরকারি শিক্ষকরা দ্বিতীয় দিনের মতো অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন। শিক্ষা ভবনের সামনে এ অবস্থান কর্মসূচি থেকেই ঘোষণা করা হয়েছে, এমপিওভুক্তি না করা হলে শিক্ষকরা আত্মাহুতি দিতেও দ্বিধান্বিত হবেন না। আমরা আত্মাহুতির পক্ষে নই, কিন্তু এমপিওভুক্তিরও বিপক্ষে নই। দ্রব্যমূল্যের এ ঊর্ধ্বগতির বাজারে পরিবার পরিজন নিয়ে সংসার চালাতে গিয়ে সাধারণ মানুষের যে কি বেহালদশা তা ভুক্তভোগী মাত্রই অবগত। সুতরাং শিক্ষকদের এ দাবিও সঙ্গত।

বর্তমান সরকারের আন্তরিকতায় সারা দেশে শিক্ষাবিস্তারে নেয়া হচ্ছে নানা পদক্ষেপ। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়া আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য বেশ কঠিন হলেও উদ্যোগ কিন্তু একেবারে থেমে নেই। কিন্তু এ শিক্ষার পেছনে মূল ভূমিকায় যে শিক্ষকরা রয়েছেন তারাই আজ বেশি অবহেলিত। বাস্তবতা হচ্ছে, দেশের সরকারি প্রতিটি ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হলেও বেসরকারি শিক্ষকদের জন্য তেমন কিছুই করা হচ্ছে না। তথ্যমতে, ২০০৯-১০ অর্থবছরে ১৬২২ জন শিক্ষককে এমপিওভুক্ত করা হলেও বাদ রাখা হয় ১৪৪১ জনকে। এসব শিক্ষকরা ১০-১২ বছর থেকে বিনা বেতনে পাঠদান করে আসছেন। ২০১১ সালের জুন মাস থেকে শূন্যপদে নিয়োগপ্রাপ্ত ও ইনডেক্সধারী শিক্ষকদের এমপিও এবং অন্যান্য সুবিধা বন্ধ রয়েছে। শিক্ষকরা বছরের পর বছর ধরে মন্ত্রী, সচিব, অধিদপ্তরে ধরনা দিয়েও কোনো কাজ করতে পারছেন না।

মহাজোট সরকার ইতিপূর্বে এমপিওভুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করলে আমরা আশার আলো দেখতে পাচ্ছিলাম। কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমৃদ্ধ করা ও সুশিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশে তথা জাতির শিক্ষা বিকাশের জন্য এমপিওভুক্ত করা একটি জরুরি পদ্ধতি। এর সঙ্গে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা, জীবন-জীবিকা, মান-মর্যাদার বিষয়টিও জড়িত। জাতিকে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে শিক্ষার যেমন বিকল্প নেই; জাতিকে সমৃদ্ধ করার এ কাজটি শিক্ষক ছাড়াও তেমনই অসম্ভব। আর এ শিক্ষকরাই যখন রাস্তায় দিনের পর দিন তাদের ন্যূনতম যৌক্তিক দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলনে নামেন, আত্মাহুতির কথা বলেন তখন জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকেই ধাবিত হয়।

আমরা লক্ষ্য করেছি, এমপিওভুক্তির (বেতন বাবদ মাসিক সরকারি অংশ) দাবিতে শিক্ষকরা বেশকিছুদিন ধরে আন্দোলন করে আসছেন। বর্তমান সরকারের শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বশীল অনেকেই দেশের ঐতিহাসিক শিক্ষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। আমাদের জিজ্ঞাস্য তারা দায়িত্বে থাকা অবস্থায় শিক্ষকদের আন্দোলনে যেতে হয় কেন? কেনই বা শিক্ষকরা তাদের যৌক্তিক দাবির প্রেক্ষিতে আত্মাহুতির প্রশ্ন তুলবেন? আমরা লক্ষ্য করেছি এমপিওভুক্তি নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে এক ধরনের টানাপড়েন চলেছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ে তালিকা পাঠিয়ে অনুমোদনের অপেক্ষা করে অধিদপ্তর। অন্যদিকে আবেদন করে মাসের পর মাস শিক্ষাভবনে ঘুরতে হয় শিক্ষকদের। এটা কেউই আশা করে না। আমরা চাই এ ব্যাপারে সরকার যৌক্তিক সমাধানে যাবে। শিক্ষকদের এমপিওভুক্তি নিয়ে টানাপড়েন আর টালবাহানা চললে জাতিকে লজ্জায় পড়তে হয় বৈকি! শিক্ষকদের এ ন্যায্য দাবির প্রতি সরকারের আন্তরিকতা প্রদর্শনই কাম্য।

আমরা চাই এ ব্যাপারে সরকার যৌক্তিক সমাধানে যাবে। শিক্ষকদের এমপিওভুক্তি নিয়ে টানাপড়েন আর টালবাহানা চললে জাতিকে লজ্জায় পড়তে হয় বৈকি! শিক্ষকদের এ ন্যায্য দাবির প্রতি সরকারের আন্তরিকতা প্রদর্শনই কাম্য।